বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র কীভাবে শুরু করা

বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র কোনও প্রতিষ্ঠান, ইস্কুল, কোচিং সেন্টার, বা সংস্থা নয়, একটি ভাবনা ও তার পরিকল্পনা। শিশুশিক্ষায় সহায়তা করতে যে কেউ তার নিজের মতো করে এই উদ্যোগ নিতে পারেন। তবে এই উদ্দেশ্যে বিশেষ কোনও সংস্থা গড়ে সরকারি বা বেসরকারি আর্থিক সাহায্য নেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় অনেকের ব্যক্তি-উদ্যোগ ও মিলিত সহায়তাই কাম্য। সে ছাড়া এর সার্থক রূপায়ণ সম্ভবও নয়।

শিশুশিক্ষার এই পরিকল্পনার মূল কথা হল, বাইরে থেকে আসা শিক্ষক নয়, গ্রামেরই কোনও মোটামুটি লেখাপড়া জানা (মাধ্যমিক হলেও চলবে) স্থানীয় গৃহবধূ বা মেয়ে মা-মাসি-দিদির মতো যত্ন করে শিশুদের হাতেখড়ি থেকে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত লেখাপড়া শিখতে সাহায্য করবেন মাতৃভাষা বা স্থানীয় ভাষায়। বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র ইস্কুল শিক্ষার বিকল্প নয়, তাকে সহজ ও বোধগম্য করার সহায়ক। এর জন্য কোনও প্রতিষ্ঠান, আলাদা বাড়িঘর গড়া নিষ্প্রয়োজন।

শিশুশিক্ষার এই পরিকল্পনা রূপায়ণে উদ্যোগ নিতে প্রথমেই প্রয়োজন হবে কোনও গ্রামের সাথে সরাসরি বা কারো মারফৎ যোগাযোগ । স্থানীয় গ্রামবাসীদের সাথে আলোচনা করে উদ্যোক্তা গ্রামেরই কোনও মহিলা বা মেয়েকে দিদিমণি হিসাবে নিয়োজিত করবেন শিশুদের লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্বে। এই দায়িত্ব পালনে দিদিমণিকে কী কী করতে হবে তার কিছু নির্দেশিকা স্থির করা আছে (দিদিমণিদের জন্য কিছু কথা)। সেইগুলি দিদিমণিকে বুঝিয়ে বলে দিতে হবে। কী কী শেখাতে হবে ও কীভাবে তার আলোচনা করে শিক্ষণ পদ্ধতির রূপরেখা ও সেইমতো পাঠ সংকলনগুলো দিদিমণিকে বুঝিয়ে দিতে হবে (বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রের পাঠ সংকলন)।

দ্বিতীয়ত, গ্রামের এই শিক্ষাকেন্দ্রটি চালু করতে উদ্যোক্তাকে কিছু আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে — প্রারম্ভিক আয়োজনে এককালীন ২০০০-২৫০০ টাকা ও প্রতি মাসে ১০০০ টাকা দিদিমণির সাম্মানিক, যা সরাসরি দিদিমণির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে।

তৃতীয়ত, উদ্যোক্তা নিয়মিত দিদিমণির সাথে যোগাযোগ রাখবেন, শিশুদের লেখাপড়ায় অগ্রগতি কেমন হচ্ছে, কোনও অসুবিধা আছে কিনা সে বিষয়ে খোঁজ নেবেন, ও সুযোগসুবিধা মতো স্থানীয় মানুষ ও অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করবেন এই উদ্যোগকে স্থানীয় মানুষের উদ্যোগে রূপায়িত করতে।